মহাবিশ্বে মানুষের স্থান ও পুঁজিবাদের নষ্ট লীলা

আলমগীর খান

দূর অতীতে আত্মসচেতনতা জন্মের উষাকালেই মানুষ শূন্যে দৃষ্টি মেলে জানতে চেয়েছিল–সে কোথা থেকে কীভাবে এসেছে, কেনই বা পৃথিবীতে, কী আছে মহাশূন্যে, জীবনের অর্থ কী, মৃত্যুর পরে কী হয়, তার ভবিষ্যৎ কে নির্ধারণ করে, তার ভেতরে ও বাইরে কোন কোন শক্তি তাকে প্রভাবিত করছে ইত্যাদি। সেই থেকে এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে মানুষ। অনেক উত্তর সে খুঁজে পেয়েছে বা অনেক বানিয়েও নিয়েছে কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য।

প্রথম উত্তর সরবরাহ করেছে গল্প-পুরাণ-উপকথা। পরে কিছু বড় ধর্ম আরও সুশৃঙ্খলভাবে জবাব দিয়ে মানুষের কৌতূহল নিবৃত্তির চেষ্টা করেছে। এসব প্রশ্নের বিভিন্ন ধর্মীয় ব্যাখ্যার মধ্যে একটা মিল আছে। ধর্মীয় দৃষ্টিতে মানুষ, প্রাণ এবং এমনকি পৃথিবীসহ সকল কিছু এক বা একাধিক শক্তিমান দেব-দেবী বা সর্বজ্ঞানী ঈশ্বরের সৃষ্টি। মৃত্যু ও ধ্বংসের মাধ্যমে তারা আবার সেই পরম সত্তার কাছে ফিরে যাবে। অন্যদিকে ধর্ম অবিশ্বাসীদের মতে, এসবই কারও ইচ্ছা-অনিচ্ছা ছাড়াই প্রাকৃতিক নিয়মে সৃষ্টি এবং প্রাকৃতিক নিয়মেই তাদের বিকাশ ও লয় হবে।

কিন্তু বিজ্ঞান এভাবে এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজে না। যেহেতু বিজ্ঞান প্রমাণনির্ভর, বিমূর্ত উত্তর সে দেয় না। তবে মহাকাশবিজ্ঞান অন্য রকম কয়েকটি প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছে ও হচ্ছে। মহাকাশবিজ্ঞানীরা এখন মহাশূন্যে কিছুদূর পর্যন্ত যাতায়াত করতে পারছেন আর খবর রাখছেন আরও অনেক দূর পর্যন্ত। তাঁদের সামনে প্রশ্ন–মহাবিশ্বের কোন নিকট বা দূর গ্রহে জীবন বা বুদ্ধিমান কোন প্রাণী বা ভিন্ন রকম প্রাণসত্তা আছে কি না। তারা পানির সন্ধান করছেন। কেননা পৃথিবীর অভিজ্ঞতায় বলে, যেখানে পানি আছে সেখানে কোন না কোন রকম জীবনের উপস্থিতি আছে।

> লাগামছাড়া পুঁজিবাদী উন্নয়ন শুধু মানবসভ্যতা বা জীবনের অস্তিত্বকেই নয়, সমগ্র মহাবিশ্বকেও হুমকির মুখে ঠেলে দিয়েছে–যদি মানুষই হয় সেই সত্তা, যে মহাবিশ্বকে চেতন করে তার অস্তিত্বকে প্রকৃতপক্ষে অর্থময় করে তুলেছে। তাই কোন রাষ্ট্রীয় বা বৈশ্বিক হস্তক্ষেপের অনুপস্থিতিতে পরিবেশ ও প্রকৃতিকে বাঁচানো না গেলে মানবসভ্যতা ধ্বংসের মাধ্যমে "পুঁজিবাদ এই একাকী মহাজগৎকে এক আত্মাহীন মহাজগতে পরিণত করতে পারে।"[৪]

বিজ্ঞানীদের অনেকে অনুমান করছেন যে, এই বিপুল মহাবিশ্বে কোন সুদূর গ্রহে বুদ্ধিমান জীবের অস্তিত্ব থাকা অসম্ভব কিছু নয়। অনেকে বলছেন স্বাভাবিক। আবার বিজ্ঞান-সাহিত্যিকদের মজার মজার কল্পনা সেসব অনুমানকে আরও উৎসাহিত করছে। এ নিয়ে গল্প, উপন্যাস ও সিনেমার একটা বড় বাজার তৈরি হয়েছে। তবে বিজ্ঞান এখনও এ ব্যাপারে সদুত্তর দিতে পারেনি। তাই বলে মানুষের কল্পনাঘুড়ির উড়াও থেমে নেই। এখনও মহাবিশ্বের অন্য কোথাও প্রাণের অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি বলে যে কাল কি পরশু পাওয়া যাবে না এমন তো কথা নেই। তবে দুশ্চিন্তাও দেখা দিচ্ছে–সেই প্রাণের বা বুদ্ধিমান প্রাণের সন্ধান মানুষের জন্য সুখের না দুঃখের হবে সে কথা হলফ করে বলা যাচ্ছে না।

মহাবিশ্বে মানুষ ছাড়া অন্য কোন জীব বা বুদ্ধিমান জীবের খোঁজ যদি পাওয়াও যায় তাতে দুশ্চিন্তার কারণগুলোকে বাদ দিয়েও বলা যায়, দ্রুত আশান্বিত হওয়ার কিছু নেই, কেননা তাদের অবস্থান হবে বেশ দূরে। বাসোপযোগী এবং পানি ও জীবন থাকতে পারে এমন যে ক২-১৮ন গ্রহটির সন্ধান পাওয়া গেছে তা পৃথিবী থেকে ১১১ আলোকবর্ষ (৬৫০ মিলিয়ন মিলিয়ন মাইল) দূরে।[১] মহাকাশযান ভয়েজারে চড়ে সেখানে পৌঁছতে সময় লাগবে ২০ লক্ষ বছর।

সেই সঙ্গে আরেকটা দুশ্চিন্তাও যোগ হচ্ছে–যদি মহাবিশ্বে আর কোথাও কোন প্রাণ বা বুদ্ধিমান গোছের কেউ না থাকে, যদি মানুষই হয় একমাত্র ও ব্যতিক্রম, তাহলে? মহাকাশ অভিযান নিয়ে নির্মিত অনেক ছবির তালিকায় যোগ হল এ বছর নির্মিত একটি মার্কিন চলচ্চিত্র 'অ্যাড অ্যাস্ট্রা'। জেমস গ্রে পরিচালিত এই ছবিতে মহাবিশ্বে প্রাণের অস্তিত্বকে দ্বিতীয় সম্ভাবনার আলোকে বিচার করা হয়েছে। যদি মহাবিশ্বে আমরা হই একমাত্র ও একা?

'টরন্টো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে' দেয়া এক সাক্ষাৎকারে পরিচালক গ্রে দাবি করেন, "চলচ্চিত্রায়িত কাহিনিগুলোর মধ্যে এটাই মহাকাশ অভিযানের সবচেয়ে বাস্তবসম্মত চিত্রায়ণ।"[২] গল্পে মেজর রয় ম্যাকব্রাইডকে চাঁদ ও মঙ্গল গ্রহ হয়ে নেপচুনের পথে যাত্রা করতে দেখা যায় তাঁর বাবা নভোযাত্রী এইচ ক্লিফোর্ড ম্যাকব্রাইডের খোঁজে। গল্পের ক্লিফোর্ড ম্যাকব্রাইড জুপিটার ও শনি গ্রহে পদার্পণকারী প্রথম মানব হিসেবে খ্যাতিমান, যিনি মহাবিশ্বে প্রাণের সন্ধানে লিমা প্রকল্পের আওতায় সৌর এলাকার প্রান্তে পৌঁছেছেন। একসময় পৃথিবীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায় এবং তাঁকে পরে মৃত ধরে নেয়া হয়। কিন্তু বর্তমানে যে একটি কারণে সমগ্র সৌরজগৎ ও পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়ে গেছে তার উৎস মনে করা হচ্ছে সেই লিমা প্রকল্প, আর তাই তিনি বেঁচে আছেন ধরে নেয়া হচ্ছে। সেই হারানো পিতার সন্ধানে বেরিয়েছেন 'অ্যাড অ্যাস্ট্রা' ছবির নায়ক রয় ম্যাকব্রাইড।

লিমা প্রকল্প মহাবিশ্বে কোন প্রাণের সন্ধান পায়নি। আর যদি তা সত্যি কখনই পাওয়া না যায় তাহলে মানবসভ্যতা এক বিরাট বোধ ও দায়িত্বের মুখোমুখি হবে। তা হল জীবন ও চেতনা একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা আর মহাবিশ্বের এক কোণায় হেলাফেলার এই পৃথিবীটি যতই সাধারণ মনে হোক, তা আসলে অসামান্য। পৃথিবীকে রক্ষা ও বাঁচিয়ে রাখাটা মানুষের অন্যতম দায়িত্ব। এই সুন্দর গ্রহটির কোন ক্ষতিসাধনের অধিকার কোনো মানুষের নেই।

বিজ্ঞান-লেখক ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন বিষয়ক সাংবাদিক Leigh Phillips জ্যাকোবিন সাময়িকীতে লিখেছেন, "এই সত্য কোটি কোটি জীবপ্রজাতির মাঝে মানুষকে কেবল বুদ্ধিমান হিসেবেই দাঁড় করায় না, একমাত্র সত্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে, যার মধ্য দিয়ে মহাবিশ্ব চেতনাসম্পন্ন হয়ে উঠেছে।"

'হারানো পিতার খোঁজে সন্তানের মহাকাশযাত্রার' গল্পের চেয়ে এ বক্তব্য ছবিটির এক ভিন্নপাঠ। তিনি লিখেছেন, "গ্যালাক্সিতে যদি

কেবল আমরা একাই একমাত্র চেতনাসম্পন্ন সত্তা হই, তবে যে বাস্তুসংস্থান মানবতার উদ্ভব ও বিকাশকে সম্ভব করেছে তাকে রক্ষা করা আরও গুরুত্বপূর্ণ। আমরা কেবল আমাদের নিজেদেরকেই বাঁচাচ্ছি না, বরং বাঁচাচ্ছি এমন একটি মহাবিশ্বকে, যে আত্মসচেতন হয়ে উঠছে। আমাদের বৈশ্বিক জৈবদুর্যোগসমূহের রয়েছে মহাবৈশ্বিক প্রতিফলন।"৩

পৃথিবীর পেট খুঁড়ে জীবাশ্ম জ্বালানি বের করে এনে তার যথেচ্ছ ব্যবহার করে মানুষ পরিবেশের ধ্বংস ডেকে আনছে। আর এই লাগামছাড়া পুঁজিবাদী উন্নয়ন শুধু মানবসভ্যতা বা জীবনের অস্তিত্বকেই নয়, সমগ্র মহাবিশ্বকেও হুমকির মুখে ঠেলে দিয়েছে–যদি মানুষই হয় সেই সত্তা, যে মহাবিশ্বকে চেতন করে তার অস্তিত্বকে প্রকৃতপক্ষে অর্থময় করে তুলেছে। তাই কোন রাষ্ট্রীয় বা বৈশ্বিক হস্তক্ষেপের অনুপস্থিতিতে পরিবেশ ও প্রকৃতিকে বাঁচানো না গেলে মানবসভ্যতা ধ্বংসের মাধ্যমে "পুঁজিবাদ এই একাকী মহাজগৎকে এক আত্মাহীন মহাজগতে পরিণত করতে পারে।"৪

মহাকাশ ভ্রমণের বাণিজ্যিকীকরণ, মহাকাশের সামরিকীকরণ, চাঁদের পিঠে জাতীয় স্থাপনা বসানো, অন্ধ বাজারশক্তির অপ্রতিরোধ্য আধিপত্য, বাস্তুসংস্থান ব্যবস্থার অবনতি, প্রকৃতি ও পরিবেশের ধ্বংসসাধন–এই যখন একালের বৈশিষ্ট্য, তখন এই চলচ্চিত্রটি মানবজাতিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে।

অনেক নক্ষত্রের তুলনায় আকারে ছোট ও বয়সে নবীন সূর্যের কোলে শিশুতুল্য পৃথিবী নামের এই ছোট্ট গ্রহটি সত্যি অনন্য। এখনও পর্যন্ত মহাবিশ্বে যার রঙ-রূপ-ঘ্রাণের ধারে কাছেও কাউকে খুঁজে পাওয়া যায়নি, যার মধ্য দিয়ে হয়তো অচেতন মহাবিশ্ব চেতন হয়ে উঠছে। অপূর্ব এই গ্রহের প্রতি ইঞ্চি মাটি ও আকাশকে তাই বাজার-চালিত স্বার্থান্ধ পুঁজিবাদের লোভের দাঁত ও নখ থেকে আমাদেরকে বাঁচাতেই হবে।

আলমগীর খান : নির্বাহী সম্পাদক, শিক্ষালোক
ইমেইল : alamgirhkhan@gmail.com

তথ্যসূত্র

১. Water found for first time on 'potentially habitable' planet, 12 September 2019 (https://www.bbc.com/news/science-environment-49648746)

২. Scott Snowden, Epic 'Ad Astra' Trailer Features Moon Buggy Chase and Outer Solar System, SPACE.com, 23 August 2019

৩. Leigh Phillips, What If We Really Are Alone in the Universe?, জ্যাকোবিন, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯

৪. পূর্বোক্ত

৪৫০ কোটি টাকার ময়লা-বাণিজ্য

রাজধানীতে নাগরিক সেবা

ক্ষমতাসীন দলের নেতা-কর্মীদের নিয়ন্ত্রণে বর্জ্য সংগ্রহের কাজ। ইচ্ছেমতো টাকা আদায়। সিটি করপোরেশনের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই।

সামছুর রহমান, নাসরিন আক্তার
মুসা আহমেদ ও ত্রিজ্ঞা চাম্বুগং, *ঢাকা*

রাজধানীতে বাসাবাড়ি ও রেস্তোরাঁর বর্জ্য সংগ্রহ নিয়ে গড়ে উঠেছে অর্থ লুটপাটের বিশেষ চক্র। রাজধানীবাসীকে জিম্মি করে বছরে অন্তত ৪৫০ কোটি টাকার ময়লা-বাণিজ্য করছেন ক্ষমতাসীন দলের নেতা-কর্মী ও স্থানীয় কাউন্সিলরের লোকজন। এঁদের ওপর দুই সিটি করপোরেশনের কোনো ধরনের নিয়ন্ত্রণ নেই।

কিন্তু চট্টগ্রাম ও রাজশাহী সিটি করপোরেশন নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় সরাসরি বাসাবাড়ি থেকে বর্জ্য সংগ্রহ করে। এ জন্য নগরবাসীকে আলাদা কোনো টাকা দিতে হয় না।

রাজধানীতে প্রতিটি বাসা বা ফ্ল্যাটের জন্য সিটি করপোরেশন-নির্ধারিত মাসিক ৩০ টাকার অনেক গুণ বেশি আদায় করছেন ক্ষমতাসীন দলের নেতা-কর্মীরা। তাঁরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোনো ধরনের রসিদ দেন না। সংগ্রহ করা টাকার কোনো অংশ সিটি করপোরেশন পায়

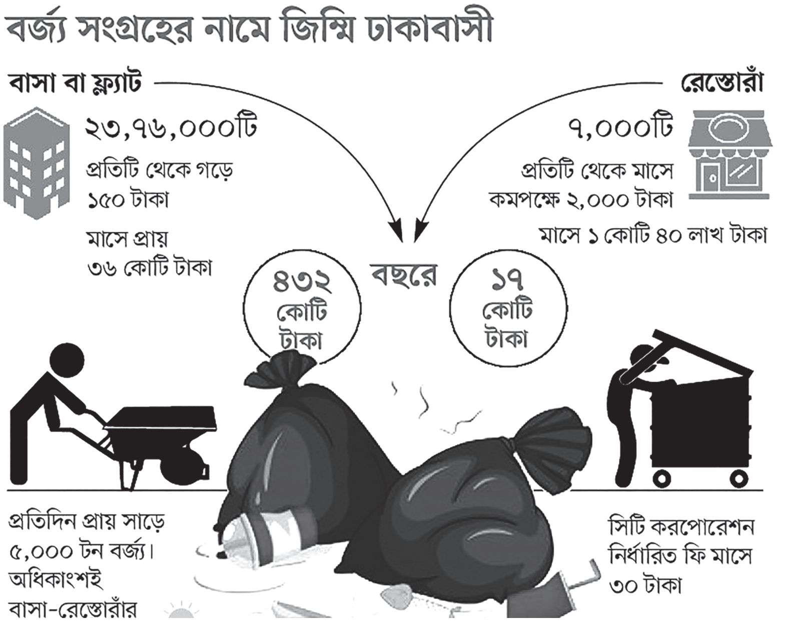

১৩ অক্টোবর ২০১৯, প্রথম আলো